তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর: ২২৭১

**সিলেটের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা, অসমাপ্ত কাজ সম্পন্নের অনুরোধ**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

সিলেটের অভাবনীয় উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সিলেটের অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্নের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

আজ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন সিলেটের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়েছে। সিলেটবাসীর জন্য এটি অত্যন্ত খুশির বিষয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৬ লেনের কাজও শুরু হচ্ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন, প্রায় শত বছর পরে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আয়তন তিনগুণ বৃদ্ধি করায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-সিলেট সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তর ও সিলেটের রেললাইনের ডুয়েলগেজ নির্মাণের কাজটি তাড়াতাড়ি শুরু করলে অর্থনীতি আরও উপকৃত হবে।

‘সাম্প্রতিক সময়ে সিলেটে বন্যা হয়েছে। পানি আমাদের দেশের সম্পদ। এবারের বন্যা আমাদেরকে অন্যরকম শিক্ষা দিয়ে গেল। এখন থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করতে পারলে এটি ভবিষ্যতে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে- উল্লেখ করে তিনি সিলেটের সুরমা, কুশিয়ারাসহ সকল নদ-নদীর নাব্যতা সৃষ্টির জন্য ড্রেজিংসহ নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকরণে গৃহীত প্রকল্পের কাজ যথাসময় বাস্তবায়নের আহবান জানান। ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করায় তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কেও ধন্যবাদ জানান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিছুদিন সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রক্ষা করে এই কারাগারটাকে বঙ্গবন্ধু পার্ক নির্মাণের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন আহ্বান জানান। শিক্ষা ক্ষেত্রে সিলেট এখনও পিছিয়ে আছে উল্লেখ করে এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ড. মোমেন আহ্বান জানান। তিনি সিলেট এয়ারপোর্ট ও চৌকিদিঘীর চারিদিকে ৫ কিলোমিটার সড়ক চারলেনে উন্নীত করার জন্যও অনুরোধ জানান।

সিলেটের কৃতি সন্তান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের বড় ভাই সাবেক অর্থমন্ত্রী আমার বড় ভাই মরহুম আবুল মাল আব্দুল মুহিত-এর আকাঙ্খা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী অনুমোদনের কথা উল্লেখ করে সেটা বাস্তবায়নেরও অনুরোধ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিগত সাড়ে ১৪ বছরে বাংলাদেশে নানাক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত ও টেকসই করে রাখতে হলে রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বিক কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপর জোর দিচ্ছে যাতে কোনো ধরনের উন্মাদনা বা সন্ত্রাসী তৎপরতা অথবা আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতার কারণে রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত না হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী দেশের স্থিতিশীলতা ধ্বংসের জন্যে বহুবিধ উদ্যোগ নিয়েছে, এব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে আহবান জানান মন্ত্রী।

#

মোহসিন/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২২৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর: ২২৭০

**প্রাইভেট সেক্টরকে সাথে নিয়েই সারা দেশে বিডিএস রোল আউট**

 **- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, আধুনিক জরিপ কাজে দক্ষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করেই বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ (বিডিএস) সারা দেশে রোল-আউট করা হবে। তিনি বলেন, সরকার মনে করে যৌথভাবে ক্যাডাস্ট্রাল বা ভূমি সম্পদ জরিপ করাটাই জনস্বার্থে সবচেয়ে কার্যকর ও দক্ষ এবং অর্থনৈতিকভাবে যথাযথ হবে।

আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ভূমি ভবনের সভাকক্ষে সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এর আওতাভুক্ত দপ্তর-সংস্থার ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান পরবর্তী সভায় বক্তব্য প্রদানকালে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসব কথা বলেন। ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, পটুয়াখালীতে বিডিএস শুরু করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা দেশে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে জরিপ শুরু করার পূর্বে যেন ছোটোখাটো ভুলত্রুটির সমাধান বের করে সারা দেশে যতটা সম্ভব ত্রুটিহীন জরিপ কার্যক্রম শুরু করা যায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং বিডিএস সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সরকারি কর্মকর্তারা এবং জরিপ কাজে সহায়তায় বেসরকারি খাত থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবাই দায়িত্ব পালনে নিজের সেরাটা দিবেন।

প্রসঙ্গত, ড্রোনসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পাদিত বিডিএস-এ যেমন সময় কম লাগবে, তেমনি দুর্নীতির সম্ভাবনাও কমবে। ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করার পর খসড়া খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রদানের কাজও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। বিডিএস-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল স্মার্ট ম্যাপ, যেখান থেকে ম্যাপে ক্লিক করেই সংশ্লিষ্ট প্লটের মালিকানার তথ্য পাওয়া যাবে।

এর আগে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি কর্মকর্তাদের নাগরিক সেবার কথার কথা বিবেচনা করে ভূমি সেবায় ক্রমাগত উন্নয়নের ওপর জোর দিতে বলেন। তিনি কর্মকর্তাদের দেশের উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনার সাথে একই ধারায় থেকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যেতে বলেন। এ সময় উপস্থিত দপ্তর-সংস্থা প্রধানদের এপিএ টার্গেট পূরণ করার জন্য প্রয়োজনে ‘টপ-ডাউন’ পদ্ধতিতে ‘আউট-অফ-দ্য-বক্স’-এ এসে কাজ করার পরামর্শ দেন ভূমিমন্ত্রী।

ভূমি সচিব এসময় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল বারিক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আরিফ ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) মোঃ মশিউর রহমান নিজ নিজ দপ্তর-সংস্থার পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এপিএ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অপরপক্ষে, ভূমি সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

#

 নাহিয়ান/পাশা/আরমান/রাহাত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২০৫০ঘণ্টা

Handout Number: 2269

**UN Under-Secretary-General for Peace operations and UN Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance call on State Minister for Foreign Affairs**

Dhaka, 25 June:

UN Under-Secretary-General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix and UN Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance Catherine Pollard jointly called on State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam at the State Guest House Padma in Dhaka today.

State Minister, at the outset, welcomed the two UN USGs to Bangladesh, and observed that Bangladesh is happy to be the venue of the Preparatory Conference. He highlighted Bangladesh’s long history of peacekeeping, and contributions in shaping the policies of UN peacekeeping as one of the leading TPCC countries. He also enquired about the current situation of peacekeeping mission in Mali. Recalling that Bangladesh has duly observed the UN Peacekeepers Day on 29 May 2023, like years before, he underscored the high significance of the Day. He added that Bangladesh remains proud for its contributions to UN Peacekeeping Operations.

The Under-Secretaries-General apprised State Minister about the current priorities and future initiatives of UN with regard to peacekeeping agenda. They also praised the long-standing and robust contribution of Bangladesh in UN Peacekeeping Operations. They also briefed State Minister on the ongoing situation of the Peacekeeping Mission in Mali (MINUSMA).

#

Mohsin/Pasha/Arman/Sanjib/Abbas/2023/2000 Hours

Handout Number: 2268

**UN Under-Secretary-General for Peace operations and UN Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance call on Foreign Minister**

Dhaka, 25 June:

UN Under-Secretary-General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix and UN Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance Catherine Pollard jointly called on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at State Guest House Padma in Dhaka today.

During the discussion, Foreign Minister highlighted Bangladesh’s strong commitment to fulfil the UN’s target to increase women peacekeepers. Bangladesh is already increasing the number of women peacekeepers as per the UN’s Uniformed Gender Parity Strategy, he added. He also stressed that the safety and security of the peacekeepers should be ensured. Bangladesh has established Bangladesh Institute for Peace Support Operation and Training (BIPSOT) for providing regular and customized pre-deployment training to the Bangladeshi peacekeepers.

Foreign Minister also reiterated Bangladesh’s support to the UN’s effort to maintain global peace and security. Dr. Momen underscored the importance of recognizing the personal sacrifices of women peacekeepers. He observed that new digital technologies have created new scopes for effective peacekeeping operations.

The Under-Secretaries-General appreciated Bangladesh’s leading position as the Troop and Police contributing country in the UN Peacekeeping Missions. They also commended the proactive role and efforts of Bangladesh to increase women peacekeepers. They welcomed Bangladesh’s assurance to work together in the pursuit of global peace.

#

Mohsin/Pasha/Arman/Sanjib/Abbas/2023/1947 Hours

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬৭

**একশো বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে**

 **-বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

২০৩০ সালের মধ্যে দেশে একশো বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূরণ করতে সকল ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

আজ রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত সিআইপি (রপ্তানি ও ট্রেড) ২০২১ কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী ২২টি রপ্তানি পণ্য খাতের মধ্যে ১৯টি পণ্য ও সেবা খাতে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২১ সালে মোট ১৪০ জনকে সিআইপি (রপ্তানি) এবং ৪০ জন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে পদাধিকার বলে সিআইপি (ট্রেড) সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে একশো বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি দেশের সকল ব্যবসায়ী সমাজ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে তাহলে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

টিপু মুনশি জানান, করোনা মহাসংকটের পর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর মধ্যেও আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রেখেছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বিবেচনায় আমদানির পাশাপাশি রপ্তানি অব্যাহত রেখেছেন। শুধু তাই না, অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

টিপু মুনশি আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সারা জীবন লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। বাঙালিকে এনে দিয়েছেন লাল সবুজ পতাকা। যে পাকিস্তান আমাদের দেশের মানুষকে শোষণ করেছে, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে সেই পাকিস্তান আজকে অর্থনীতির সকল সূচকে বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান।

উল্লেখ্য, দেশের রপ্তানিকারক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পারস্পরিক সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করাই সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রদানের উদ্দেশ্য। এছাড়া সরকারিভাবে প্রদত্ত সিআইপি কার্ডধারী ব্যক্তি বিদেশি ক্রেতার কাছে আস্থা ও সুনামের সাথে তার ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরতে পারেন যা তার ব্যবসায়িক সম্পর্ককে সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি দেশের সার্বিক রপ্তানিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

#

হায়দার/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬৬

**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

আগামী অর্থ বছরের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোর কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। আজ সচিবালয়ে মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের উপস্থিতিতে সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার সংস্থা প্রতিনিধিদের সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পদ্ধতির আওতাভুক্ত তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট -তেরোটি দপ্তর ও সংস্থা প্রধান এবং প্রতিনিধিবৃন্দ ২০২৩-২৪ সালের এ চুক্তি স্বাক্ষরে অংশ নেন।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা বাড়াতে, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি কর্মব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় গত ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করে সরকার।

এ ব্যবস্থায় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট সচিব মন্ত্রণালয়ের দপ্তরগুলোর সাথে বার্ষিক কাজের তালিকা ও পদ্ধতিগত চুক্তি করেন এবং সে অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বছর শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চুক্তি ও সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করে।

#

আকরাম/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬৫

**স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের সাথে**

**২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম ও সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমলাতন্ত্রকে জনবান্ধব করার জন্য যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন তার মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার পুরস্কার অন্যতম। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের জনগণের সেবা দেওয়ার মন-মানসিকতা তৈরি হবে। সবাই তার নিজ নিজ কাজের স্বীকৃতি চায় জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এ ধরনের অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কর্মচারীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিচ্ছে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী পদক্ষেপ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় এখন প্রতিবছর তাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এবং সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সবাই সচেষ্টা থাকে। এছাড়াও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমরা কতটুকু অগ্রসর হলাম তা প্রতিবছর মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম সভাপতিত্বের বক্তব্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পুরস্কারপ্রাপ্তরা অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবেন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল কর্মচারী জনসেবায় আরও নিবিড়ভাবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবেন।

উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন দপ্তর প্রধান হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন, গ্রেড ০২-০৯ ক্যাটেগরিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, গ্রেড ১০-১৬ ক্যাটেগরিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আমজাদ হোসেন, ১৭-২০ ক্যাটেগরিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অফিস সহায়ক ছালেহ আব্দুর রহমান সরকার।

#

হেমায়েত/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬৪

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দপ্তরসমূহের সাথে এপিএ স্বাক্ষরিত

**সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম যুগপোযোগী করা বাঞ্ছনীয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বড় হয়েছে। জ্বালানির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুতের সাফল্যের নেপথ্যে জ্বালানি কাজ করছে। তাই জ্বালানির সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সংশ্লিষ্টদের গুরুত্বসহকারে কাজ করার প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে। ভাবিষ্যতের চাহিদা পূরণ এবং লক্ষ্য বাস্তবায়ন দ্রুত হওয়া আবশ্যক। এপিএ বাস্তবায়নে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবশ্যই প্রথম দিকে থাকতে হবে।

নতুন নতুন গ্যাস কূপ অনুসন্ধান, নতুন/ওয়ার্কওভার কূপ খনন, গ্যাস উৎপাদন, এলএনজি আমদানি, জ্বালানি তেল আমদানি, গ্যাস ও তেল সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে এ বিভাগের কার্যক্রমের গতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। এপিএ’তে লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলেই দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ করার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার- বিএমডি’র মহাপরিচালক (অঃদা) মোঃ আঃ খালেক মল্লিক, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব মোঃ জাকির হোসেন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সরকার মোহাম্মদ ফায়জুল হক এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অফিস সহায়ক মোঃ আমিনুল ইসলামকে প্রদান করা হয়।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিইআরসি’র চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল আমিন, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার, বিপিআই-এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক খেনচান, হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর মহাপরিচলাক তাহমিনা ইয়াসমিন, ডিপার্টমেন্ট অভ্ এক্সক্লুসিভ-এর চিফ ইন্সপ্যাক্টর মোহা. নায়েব আলী, জিএসবি’র ডিজি মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, বিপিসি’র পরিচালক খালেদ আহমেদসহ সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিইআরসি, পেট্রোবাংলা, বিপিআই, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, জিএসবি ও বিপিসি’র প্রধানগণ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিবের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬৩

**আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বিআরটিএ’র নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা-২০২৩ উপলক্ষ্যে যানবাহন চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক বিআরটিএ-এর সদর কার্যালয়ে (৩য় তলা, বনানী, ঢাকা) এ বিভাগ এবং আওতাধীন বিআরটিএ, বিআরটিসি, ডিটিসিএ ও ডিএমটিসিএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর : ৫৫০৪০৭৩৭ এবং মোবাইল নম্বর : ০১৫৫০-০৫১৬০৬।

১৮ জুন ২০২৩ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ স্বাক্ষরিত স্মারকে এ আদেশ জারি করা হয়।

#

ওয়ালিদ/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬২

**রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থে লবিস্ট দিয়ে বিবৃতি আনা দেশদ্রোহিতার শামিল**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, লবিস্ট নিয়োগ করে বিবৃতি আনা দেশবিরোধী অপতৎপরতা ও দেশদ্রোহিতার শামিল। বিএনপি সেই কাজটিই করছে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা 'সমষ্টি' আয়োজিত ‘পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু প্রতিরোধ বিষয়ে সেরা রিপোর্ট পুরস্কার প্রদান’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন, ‘আমাদের দেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছে। আমাদের দেশ থেকে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী, কোস্টগার্ড, পুলিশ সদস্যরাও সেখানে যায় এবং শান্তিরক্ষী পাঠানোর ক্ষেত্রে আমরা এখন শীর্ষে রয়েছি। এটি নিয়েও একটি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সে কারণে গত কয়েক দিনে কিছু পেশাদার বিবৃতিদানকারী সংগঠন বিবৃতি দিয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘যারা আমাদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের জন্য বিবৃতি দিয়েছিল এবং ২০১৩-১৪-১৫ সালে দেশে যখন মানুষ পোড়ানোর মহোৎসব চলছিল, সেটার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয় নাই। ইসরাইলি বাহিনী যখন ফিলিস্তিনের শিশুদের ঢিল ছোঁড়ার প্রত্যুত্তরে ব্রাশফায়ার করে পাখি শিকার করার মতো মানুষ শিকার করে, সেটির বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয় নাই। কিন্তু সেই তারা আমাদের শান্তিরক্ষী মিশন নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। এটির সাথে একটি গভীর ষড়যন্ত্র যুক্ত।’

‘একদিকে দেশের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র আর অন্য দিকে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের অবদানের প্রশংসা করছেন’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা যখন আমাদের দেশ সফর করছেন তাদের সফরকে উপলক্ষ্য করেই এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইস ওয়াচ এই বিবৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘে আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথেরিন পোলার্ড গতকাল আমাদের স্পিকারের সাথে দেখা করেছেন এবং শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সদস্যদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যারা শান্তিরক্ষী মিশনে কাজ করছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।’

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আগামী নির্বাচনটি হবে দেশে ‘হামিদ কারজাই’ মার্কা কোনো সরকার আসবে না কি কোনো তাঁবেদারি সরকার বসিয়ে বিশ্ববেনিয়ারা তাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য অপচেষ্টা চালাবে, না কি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ গণতন্ত্র আর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে, সেটির ফয়সালা। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনটি হবে দেশের ভূমি রক্ষার, সার্বভৌমত্ব রক্ষার নির্বাচন। সে জন্য সাংবাদিকসহ সকলের সহযোগিতা চাই।’

চলমান পাতা-২

পাতা-২

এর আগে পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু প্রতিরোধে সাংবাদিকতা পুরস্কার আয়োজনের জন্য গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা ‘সমষ্টি’কে ধন্যবাদ ও পুরস্কার প্রাপ্তদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিসংখ্যানে ২০১৬ সালের চিত্র বলছে প্রতি বছর বাংলাদেশে ১০ হাজার শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। এর মধ্যে ৪৩ শতাংশের বয়স ১ থেকে ৪ বছর। পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য এবং আমাদের নদীমাতৃক দেশে সাঁতার জানাটা আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছি, আশা করি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যুর হার শূন্যে নামিয়ে আনতে পারবো।

বক্তৃতা শেষে তথ্যমন্ত্রী ১৩ পুরস্কার বিজয়ী- দ্য বিজনেস পোস্টের আরেফিন আপ্পি, চ্যানেল ২৪ এর জিনিয়া কবির সূচনা, দৈনিক প্রথম আলোর পার্থ শঙ্কর সাহা, জাগো নিউজের মাসুদ রানা, সময় ট্রিবিউনের সোহাগী আকতার, দৈনিক ভোরের কাগজের ঝর্ণা মনি, মাছরাঙা টিভি’র কাউসার সোহেলী, দৈনিক ডেইলি স্টারের নীলিমা জাহান, দৈনিক জনকণ্ঠের স্বপ্না চক্রবর্তী, দৈনিক সমকালের জাহিদুর রহমান, দৈনিক কালের কণ্ঠের সজীব আহমেদ, দ্য বিজনেস পোস্টের আসিফ ইসলাম শাওন এবং চ্যানেল আই অনলাইনের আরেফীন তানজীবের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আআমস আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে ও 'সমষ্টি' পরিচালক মীর মাসরুর জামানের সঞ্চালনায় ঢাকা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ, দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক প্রতিবেদক মাঈনুল আলম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের নির্বাহী সম্পাদক-বার্তা জাহিদুল ইসলাম, গ্লোবাল হেলথ এডভোকেসি ইনকিউবেটর কমিউনিকেশন্স ম্যানেজার সারওয়ার ই আলম প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬১

**প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে টিকে থাকতে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নেই**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই শিক্ষকদের বেতন জাতীয়করণ করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পর মাত্র ৭০০ কোটি টাকার বাজেটের সময়ও শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে বঙ্গবন্ধু কার্পণ্য করেননি। বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে টিকে থাকতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জনের সাথে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানেও সাফল্য অর্জন করতে হবে তা না হলে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাবে না।

মন্ত্রী আজ ‘প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ: স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও করণীয়’ শীর্ষক এক জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ আয়োজিত এই জাতীয় সম্মেলন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে এ সময়ে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের কাজের মাধ্যমে নিজেদের সম্মান অর্জন করতে হবে এবং নেতিবাচক পথ পরিহার করতে হবে। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয় সরকার সম্পৃক্তকরণ বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষার সাথে নানাভাবে জড়িত তবে ইউনিয়ন পরিষদকে কিভাবে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে যুক্ত করা যায় তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম সরকারের ব্যর্থতার জন্য সরকারের সমালোচনাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তবে সাফল্যের জন্য কর্মস্পৃহা বজায় রাখতে স্বীকৃতিও দরকার। আমাদের এখানে সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়ার রেওয়াজ কম। প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের অনেক সাফল্যের উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমানে ৯৮ শতাংশ হলেও তা শতভাগে উত্তীর্ণ করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধ করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এই সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। এতে আরো বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য শিরীন আখতার এমপি, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি এডুকেশন এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট টিম প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাদিয়া রশীদ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি কাউন্সেলর ইউরাতে স্মলস্কাইট মার্ভিল, ব্রাকের শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রোগ্রাম হেড সমীর রঞ্জন নাথ এবং বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের এডুকেশন গ্লোবাল প্র্যাকটিসের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সাঈদ রাশেদ আল জায়েদ যশ।

#

হেমায়েত/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর: ২২৬০

**বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের সময়সূচি**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন):

আগামী ১০ জিলহজ্ব ১৪৪৪ হিজরি ২৯ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার সারা দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা
উদ্‌যাপিত হবে। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাযের পর্যায়ক্রমে ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জামাতসমূহে নিম্নোক্ত আলেমগণ ইমাম ও মুকাব্বির-এর দায়িত্ব পালন করবেন।

**প্রথম জামাত : সকাল ৭টা-**ইমাম : হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক, পেশ ইমাম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।মুকাব্বির : আব্দুল হাদী, খাদেম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।

 **দ্বিতীয় জামাত : সকাল ৮টা-**ইমাম : মাওলানা মুহীউদ্দিন কাসেম, পেশ ইমাম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।মুকাব্বির : হাফেজ ক্বারী মোঃ আতাউর রহমান, মুয়াজ্জিন (অব.), বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।

 **তৃতীয় জামাত : সকাল ৯টা-**ইমাম: ড. মাওলানা আবু সালেহ পাটোয়ারী, মুফাসসির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।মুকাব্বির: মোঃ শহিদ উল্লাহ, চিফ খাদেম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।

 **চতুর্থ জামাত : সকাল ১০টা-**ইমাম : মাওলানা মোঃ আনিসুজ্জামান সিকদার, পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।মুকাব্বির : হাফেজ মো: রুহুল আমিন, খাদেম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।

 **পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাত : সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট-**ইমাম : মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুফতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।মুকাব্বির : হাফেজ মোঃ জহিরুল ইসলাম, খাদেম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।

উপর্যুক্ত ৫টি জামাতে কোনো ইমাম উপস্থিত না থাকলে বিকল্প ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মাওলানা জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য, আবহাওয়া প্রতিকূল হলে জাতীয় ঈদগাহের ঈদের প্রধান জামাত সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে পরিবর্তিত হয়ে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে।

#

শায়লা/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২৫৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৭৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৬১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৮ হাজার ২০০ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৬৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৫৮

**পেশাদারিত্ব ও দেশপ্রেম দিয়ে দেশ আধুনিকায়নের কাজ করতে হবে**

 **- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, পেশাদারিত্বের সাথে দেশপ্রেম সংযোগ করে দেশের আধুনিকায়নের কাজ করতে হবে। টিম ওয়ার্ক বাড়ানোর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। টিমের সদস্যদের মাঝে স্মার্টনেস, দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ ভবনে দপ্তরসমূহের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবরই ভালো করলেও আরো ভালো করতে হবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আধুনিক ব্যবস্থপনার বিষয়ে আপস করা যাবে না। চ্যালেঞ্জ থাকবেই, সেগুলো মোকাবিলা করেই সামনে এগুতে হবে। এপিএ প্রদত্ত লক্ষ্যসমূহ কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিবের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর প্রধান এপিএ স্বাক্ষর করেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে ইপিআরসি-এর চেয়ারম্যান মোঃ মোকাব্বির হোসেন, স্রেডার চেয়ারম্যান মুনীরা সুলতানা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুর রহমান, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৫৭

**পানির অপচয় রোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে**

 **- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন) :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, সীমিত পানিসম্পদের অপরিমিত ব্যবহার, দূষণ ও অনিয়ন্ত্রিত জলবায়ু সংকটে ঝুঁকিতে রয়েছে বিশ্ব, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়বে। পানির অপচয় রোধে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। পরিবার থেকে এ সচেতনতা শুরু করতে হবে। পানি অপচয় রোধে এবং পানির সঠিব ব্যবহারে মা সন্তানকে শিক্ষা দিবে পাশাপশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শুরু করতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে অধ্যায় রাখলে শিশুরা ছোট থেকে অবগত হবে এবং পানির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকেও সচেষ্ট হতে হবে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।

 আজ রাজধানীর একটি হোটেলে ‘সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানিসম্পদের প্রাপ্যতা, গুনগত মান এবং ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণের জন্য রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ এই ৩টি জেলায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। কৃষি, শিল্প বা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের জন্য তিনটি জেলায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের নিরাপদ আহরণ সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। আমরা যদি নিরাপদ আহরণ সীমার অতিক্রম করে পানি ব্যবহার করি তাহলে খাবার পানির সংকটের পাশাপাশি পরিবেশ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০টি জেলায়ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও অটোমেটেড মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করে একটি নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম আগামী জুলাই এ শুরু করে জুন-২০২৬ এ শেষ করার প্রস্তাবনা রয়েছে। এছাড়াও বাকি হাইড্রোলজিক্যাল জোনে অবশিষ্ট ৪৪ টি জেলার ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানিসম্পদের প্রাপ্যতা, গুনগত মান, ভূগর্ভস্থ পানির ধারক স্তরের ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট নিরুপণ করে পানি সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিত ও ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ কাজ ২০৩০ সালের মধ্যে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, প্রতিদিন ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫০টি মনিটরিং স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন ও এসডিজির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯ এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০০১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। আইনটির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রনয়ণ করা হয়।

 কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক মো: জহিরুল হক খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, আইনুন নিশাত প্রমুখ।

#

গিয়াস/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৫৬

কুরবানির পশুর চামড়ার দাম নির্ধারণ

**দাম নিয়ে কারসাজি করলে রপ্তানির অনুমতি**

 **- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে কুরবানির পশুর চামড়ার দাম ছয় শতাংশ বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা চামড়ার দাম নিয়ে কারসাজি করলে কাঁচা চামড়া (লবনযুক্ত) রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হবে।

আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার মূল্য নির্ধারণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি।

বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, এবছর লবণযুক্ত ঢাকায় গরুর চামড়া প্রতি বর্গফুট ৫০-৫৫ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪৫-৪৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, লবণযুক্ত খাসির ও বকরির চামড়ার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ঢাকায় প্রতি বর্গফুট লবণযু্ক্ত গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করা ছিলো ৪৭ থেকে ৫২ টাকা। আর ঢাকার বাইরে ৪০ থেকে ৪৪ টাকা। প্রতি বর্গফুট খাসির চামড়া ১৮ থেকে ২০ টাকা এবং বকরির চামড়া প্রতি বর্গফুট ১২ থেকে ১৪ টাকা।

টিপু মুনশি বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা হতে সম্মিলিতভাবে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে মনিটরিং কমিটি আছে।

চামড়াকে দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ উল্লেখ করে এই চামড়া যেন নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সবাইকে বিশেষ করে চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে সতর্ক থাকার আহবান জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সোস্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঈদের পরবর্তী সাতদিন ঢাকায় বাইরের চামড়া যাতে না আসে সেজন্য সবাইকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সারাদেশের লবণযু্ক্ত চামড়া পর্যায়ক্রমে ঢাকায় আনা হবে। দেশে এবছর রেকর্ড পরিমাণ লবণ উৎপাদন হয়েছে। লবণের কোনো ঘাটতি নেই। সবাই যেন লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণ করে রাখে।

সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৫৫

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ঘোষিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৩ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ মাদকের বড়ো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাংলার তারুণ্যের রয়েছে সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ জয়ের ইতিহাস। সেই তারুণ্যকে মাদকের ছোবল থেকে বাঁচাতে পরিবারসহ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এক হয়ে ভূমিকা রাখতে হবে। ছোট থেকেই সন্তানদের সৎসঙ্গ ও সুকর্মের সুপরামর্শ দিয়ে সচেতন করতে হবে। পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকেও সন্তানদের মানসিকতার বিপর্যয় হতে পারে, তাই সেদিকেও সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে যুবসমাজকে তৈরি করতে নিয়মিত লেখাপড়া, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি তাদেরকে মাদক থেকে দূরে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কার্যকর প্রয়োগে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে একাত্ম করতে হবে। যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে নিরাপদ রাখার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপায়ন করা সম্ভব। আমি মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১২৪৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৫৪

**পবিত্র ইদুল আজহা উপলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ**

নেত্রকোনা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সারা বিশ্বে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। ক্ষুদা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বিশ্বে আজ এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

গতকাল মোক্তারপাড়া পাবলিক হল মিলনায়তনে ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র মানুষদের মাঝে পবিত্র ইদুল আজহা উপলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নেত্রকোনা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাহমুদা আক্তারের সভাপতিত্বে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ১৫০ জন অসহায়, দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকার চেক তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অসহায় মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এ সরকার অসুস্থ, বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্তা ও মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ সমাজের অন্যান্য অসহায় মানুষদের যেভাবে ভাতা প্রদান করছে তা অন্য কোনো সরকারের আমলে করা হয়নি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনবান্ধব সরকার। সকল মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি গৃহহীনদের ঘর তুলে দেয়াসহ অসহায় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছেন। তাঁর লক্ষ্য সমাজের কোনো মানুষ যেন পিছিয়ে না থাকে।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এডভোকেট অসিত কুমার সরকার সজল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

এনায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১২৪৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ২২৫৩

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ১১ আষাঢ় (২৫ জুন) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৩ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে এই দিবসটি প্রতিবছর যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। আমি বাংলাদেশে এ দিবসটি D`&hvc‡bi সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বিশ্বের বৃহৎ মাদকবলয় হিসেবে চিহ্নিত ‘গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল’ ও ‘গোল্ডেন ক্রিসেন্ট’ এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের জন্য আমাদের দেশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে, আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার সকল যোগ্যতা অর্জন করেছি। এ অর্জনের ক্ষেত্রে দেশের যুব সমাজ মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে যুবসমাজকে মাদকের অপব্যবহার থেকে দূরে রাখার কোন বিকল্প নেই।

আওয়ামী লীগ সরকার অবৈধভাবে মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রুখতে বদ্ধপরিকর। তাই আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধেও ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি প্রয়োগ করে যাচ্ছি। দেশের শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদেরকে মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে বাস্তবধর্মী কর্মসূচি নিয়েছি। পাশাপাশি ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়া তরুণদের সুস্থ জীবনধারায় ফিরে নিয়ে আসতে সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রেগুলোর চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। আমরা সরকারি মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করে দিচ্ছি। তাছাড়া, বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে সরকারি অনুদান প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করছি এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা আরো কার্যকর করছি।

আমি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই। আমার বিশ্বাস, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিপালনের মাধ্যমে দেশ থেকে মাদকের অপব্যবহার এবং অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য পাচার নির্মূল করা সম্ভব। আমরা মাদক মুক্ত সুস্থ জীবনের অধিকারী তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তি এবং কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ্ ।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১০৪০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ